ইত্তেফাক

তারিখ ২৭।৫।৬৮
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

096

425

নারায়ণগঞ্জের ঘটনা সম্পর্কে প্রেসনোটের অবশিষ্টাংশ

নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের এইচ এস সি পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র ও বহিরাগতদের সংঘর্ষ সংক্রান্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত সরকারী প্রেসনোটের একাংশ গতকাল (মঙ্গলবার) ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হইল :

গত সোমবার সকাল প্রায় পৌনে দশটায় নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে কলেজ ছাত্র সংসদের নবনির্বাচিত কয়েকজন কর্মকর্তাসহ কিছুসংখ্যক বহিরাগত কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সমবেত হইয়া দাবী জানায় যে, পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ছাত্র সংসদ সদস্যদের এবং অন্যান্য ছাত্রনেতাকে পরীক্ষার হলে উপস্থিত থাকিতে দিতে হইবে। তাহারা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্নের জন্য নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী এবং ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারেরও দাবী জানায়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ২৪শে মে রাত হইতে তোলারাম কলেজ ও মহিলা কলেজের দুইশত গজের মধ্যে অবৈধ সমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া এই ১৪৪ ধারা জারি করেন। কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের এই অন্যায় আবদারে রাজী হন নাই।

প্রায় ১০টা ৪০ মিনিটের সময় একটি পরীক্ষার খাতা বাহিরে কতিপয় বহিরাগতের নিকট পাচার করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া অধ্যক্ষের কক্ষে উপস্থিত এসডিও এবং এসডিপিও খাতা উদ্ধারের জন্য পুলিশসহ কলেজ ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে দ্রুত গমন করেন। ইতিমধ্যে প্রায় দুই হাজার লোক উচ্ছৃংখল জনতায় রূপান্তরিত

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

নারায়ণগঞ্জের ঘটনা

(৩য় পৃঃ পর)

হইয়া চতুর্দিক হইতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে।

এসডিও এবং এসডিপিও উচ্ছৃংখল জনতাকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার জন্য তাঁহাদের হেইলারের সাহায্যে সতর্ক করিয়া দেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া কর্তব্যরত পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া অধিক হারে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। ইহাতে ২০ জন কনেষ্টবল আহত হয়। উম্মত্ত জনতা লাঠিসোঁটা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পুলিশের দিকে ধাবিত হয়। পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ ও পরে কয়েকটি কাঁদুনে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। পরীক্ষার্থীরাও উশৃংখল হইয়া পড়ে। তাহারা চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া উহা দ্বারা কর্তব্যরত পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করে। বহিরাগতরা পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং কলেজ গেটে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এই পর্যায়ে তাহারা কলেজ ল্যাবরেটরী হইতে সংগৃহীত এসিডের বোতল নিক্ষেপ করিতে থাকে। এসিড নিক্ষেপের ফলে এসডিপিও, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং আর ৪০ জন পুলিশ গুরুতরভাবে আহত হন। কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধানের ঘাড়ে একজন ছাত্র লাঠি দিয়া গুরুতরভাবে আঘাত করে। উচ্ছৃংখল জনতা অধ্যক্ষের কক্ষে হামলা চালায়। এই পর্যায়ে হাতাহাতি সংঘর্ষে ক্ষিপ্ত জনতা কর্তব্যরত দুইজন কনষ্টেবলের দুইটি রাইফেল ছিনাইয়া নেয়। মহকুমা প্রশাসকের বারংবার সতর্কবাণী সত্ত্বেও জনতা ছত্রভঙ্গ হয় নাই এবং তাহারা কলেজ ভবন সম্পূর্ণ তছনছ করিয়া দেয়। তাহারা এসডিও, এসডিপিও, পুলিশবাহিনী ও কলেজ শিক্ষকদের উপর হামলা চালায়। এসব প্রচেষ্টা ও সতর্কবাণী ব্যর্থ হইলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে পুলিশ গুলী চালায়। ইহার পর জনতা ছত্রভঙ্গ হয় এবং নিকটবর্তী মহিলা কলেজ উপকেন্দ্রে হামলা চালাইয়া কলেজের অধ্যক্ষ ও উপঅধ্যক্ষের কক্ষ তছনছ করিয়া দেয়। তাহারা মহিলা পরীক্ষার্থীদের জোরপূর্বক কেন্দ্র হইতে বাহির করিয়া দেয়। সেসময় পরীক্ষার্থীরা ভয়ে আর্তচীৎকার করিতেছিলেন। পুলিশের একটি দল দুষ্কৃতকারীদের হাত হইতে মহিলা উপকেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করে। পরে উম্মত্ত জনতা ২টি বিআরটিসি বাসের সম্পূর্ণ ক্ষতিসাধন করে। আর একদল উচ্ছৃংখল লোক স্থানীয় সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখাতেও হামলা চালায়। সেখানে এইচএসসি পরীক্ষার গোপন কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয়।

এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এ পর্যন্ত ৩৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে। ঢাকার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং জেলা প্রশাসনের অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তা সারাদিনব্যাপী নারায়ণগঞ্জ শহরে অবস্থান করেন। পরিস্থিতি বর্তমানে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক তদন্ত চালানো হইতেছে।